১ ফেব্রুয়ারী ২০১১

পলিসি ব্রিফ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বিচার ব্যবস্থার উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে টিআইবির সুপারিশ

প্রেক্ষাপট

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির শেষ আশ্রয়স্থল বিচার বিভাগ। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। শক্তিশালী আইনী কাঠামো ও দক্ষ আদালত একটি দেশের জনগণের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং জনমুখী কার্যকর সরকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী হলেও এতে রয়েছে দীর্ঘ দিনের লালিত নানাবিধ সমস্যা। যার ফলে বিচার ব্যবস্থার উৎকর্ষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সাম্প্রতিককালে জাতীয়ভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। এর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী[১], মাননীয় প্রধান বিচারপতি[২], আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রীর[৩] বক্তব্যে, এবং সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারে[৪], গণমাধ্যম প্রতিবেদনে ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)'র গবেষণায়[৫]।"

বিচার বিভাগের সংস্কারে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা ও পেশাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্প্রতি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যার কয়েকটি নিম্নরূপ:

* বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু অগ্রগতি অর্জন এবং এর কার্যকর বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ।
* অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগের জন্য জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন গঠন ও তা কার্যকর হওয়া। সংবিধানের ৯৫(২)গ মতে উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগে অতিরিক্ত যোগ্যতা নির্ধারণে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির উদ্যোগ গ্রহণ।
* প্রধান বিচারপতির সম্পদের বিবরণী রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ এবং অন্যান্য বিচারপতিদের সম্পদের বিবরণী প্রদানের আহবানের পরিপ্রেক্ষিতে একাধিক বিচারপতির সম্পদের বিবরণী প্রধান বিচারপতির নিকট প্রদান।
* সুপ্রীম কোর্টে ফৌজদারী মোশন বেঞ্চে আদেশ প্রদান ও আদেশের পর মামলার নথি শাখায় পুনরায় পাঠানো নিয়ে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ থাকায় ফৌজদারী মামলা শুনানীর জন্য নীতিমালা প্রণয়ন। ফৌজদারী মামলা দাখিল এবং এফিডেভিট-এর ক্রম অনুযায়ী শুনানীর জন্য কার্যতালিকায় মামলা আসবে এমন নিয়ম চালু।
* সুপ্রীম কোর্টে মামলা আদালতে তুলতে এবং আদেশের কপি ও নথি সংশ্লিষ্ট শাখায় না পাঠিয়ে কারসাজি করাসহ বিভিন্ন অনিয়মে জড়িত থাকার অভিযোগে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জামিনজনিত দুর্নীতি ও অনিয়ম চিহ্নিত করতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন।[৬]
* বিভিন্ন আদালতে মামলাজট কমাতে বিকল্প বিরোধ-নিষ্পত্তি ব্যবস্থা চালু এবং তা বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করার জন্য দেওয়ানী এবং ফৌজদারী কার্যবিধি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ।[৭]
* উচ্চ আদালতে অব্যবস্থাপনা ও মামলার নথিপত্র সংরক্ষণে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ গ্রহণ।[৮]
* সুপ্রীম কোর্টে মামলা ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনতে ও তদারকি বৃদ্ধিতে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ই-রেজিস্টারিং পদ্ধতি চালু।[৯]
* আপীল বিভাগে বিচারাধীন মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারপতির সংখ্যা ৭ থেকে ১১ তে উন্নীত।

---

[১] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৮ জানুয়ারি ২০০৯। কাতারভিত্তিক সংবাদ চ্যানেল আল জাজিরাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এবং ব্রিটিশ হাই কমিশনারের সাথে এক সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "দেশের বিচার বিভাগ এখন নিজস্ব গতিতে চলবে। সরকার তাতে কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ করবে না"।

[২] জেলা জজদের প্রতি প্রধান বিচারপতি: নাজিরদের কাছ থেকে তোলা নেবেন না, *প্রথম আলো*, ১৩/১১/২০১০

[৩] বর্তমান পদ্ধতি বজায় থাকলে বিচারব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে, *প্রথম আলো*, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১০। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মামলা ব্যবস্থাপনায় নতুনত্ব আনার কথাও বলেন, *দ্য ডেইলি স্টার*, ২৬ জানুয়ারি ২০০৯।

[৪] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮: দিনবদলের সনদ* (প্যারা ৫.২)।

[৫] প্রতিবেদনে প্রকাশিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন টিআইবি'র সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১০। www.ti-bangladesh.org

* বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২৫০টি দেওয়ানী এবং ৪৯৬৯টি ফৌজদারীসহ মোট ৭৪৭৬টি মামলা সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তি।
* দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক কতিপয় প্রাক্তন বিচারপতির দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত কার্যক্রম শুরু।[১০]
* আগাম জামিন প্রদানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের দ্বারা ব্যাপকভাবে অনুসৃত ডাইরেকশন প্রথা রহিত করা। সরাসরি জামিন না দিয়ে চার বা ছয় সপ্তাহের মতো সময় দিয়ে অভিযুক্তকে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশনা প্রদানকে আপিল বিভাগ কর্তৃক আইনবহির্ভূত ঘোষণা।

সুপারিশ

বিচার বিভাগের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে পেশাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি, জনগণকে সর্বোচ্চ ন্যায়বিচার প্রদান এবং জনগণের আস্থা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে টিআইবি নিম্নলিখিত সুপারিশ উপস্থাপন করছে:

ইতিবাচক প্রণোদনা

১. জীবনযাত্রার ব্যয়, পদমর্যাদা, অভিজ্ঞতা, কর্ম-দক্ষতা ও পেশাগত উন্নয়নে প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিচারকদের বেতন-ভাতা, অবসর ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ করতে হবে। বিচারক ও বিচার ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত সকল সীমিত আয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. সৎ, মেধাবী, সর্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ও দক্ষ ব্যক্তিদের স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও প্রভাব বর্জিত নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচারক হিসেবে নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করতে হবে।

৩. হাইকোর্টে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর প্রয়োগ করতে হবে।

৪. হাইকোর্টে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে অধস্তন আদালতের বিচারকদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কোটা (কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ) নির্ধারণ করতে হবে।

৫. বিচারিক সেবার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিচার বিভাগের সকল স্তরে বিচারকের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সামর্থ বৃদ্ধি করতে হবে।

বিচারিক আচরণবিধি

৬. বিচারিক আচরণবিধি কঠোরভাবে অনুসরণ ও পরিবীক্ষণযোগ্য হতে হবে, প্রকাশ করতে হবে এবং তা বিচারকদের নিয়োগপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। বিচারিক আচরণবিধি ভঙ্গ করলে যথাযথ বিচারিক প্রক্রিয়ায় সংশোধন, প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একইভাবে আইনজীবীদের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি কঠোরভাবে প্রতিপালনে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল অ্যাক্টের আওতায় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলে জনগণের কাছে প্রতীয়মান হওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে।

৭. বিচারক ও আইনজীবী এবং বিচার বিভাগ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের নিকটবর্তী পরিবারের সদস্যদের সম্পত্তির হিসাব প্রকাশ ও নির্দিষ্ট সময়ান্তে নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

দক্ষতা বৃদ্ধি

৮. বিচারকদের বিচারিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আইনী বিশ্লেষণ, রায়ের ব্যাখ্যা, রায় লেখা, মামলা ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বিচারিক মূল্যবোধ ও দুর্নীতি প্রতিরোধসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে নিয়মিত প্রণোদনমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. সংবিধানের ১১৬ক নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সকল প্রকার প্রভাবের ঊর্ধ্বে থেকে স্বাধীন ও নির্মোহভাবে কাজ করার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

১০. মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ কার্যকর করতে হবে। এ লক্ষ্যে আদালতের স্তর ও মামলার শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী বিচারের রায় লেখা, প্রকাশ ও নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ সময়-সীমা নির্ধারণ ও তা তদারকির ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

১১. বিচার বিভাগ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নৈতিক মূল্যবোধ ও দুর্নীতি প্রতিরোধসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে নিয়মিত প্রণোদনমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রশাসনিক সামর্থ বৃদ্ধি

১২. বিচার বিভাগের জন্য নিজস্ব সচিবালয় স্থাপন করতে হবে, যা বিচার ব্যবস্থায় পেশাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। মাসদার হোসেন, দশ বিচারকের মামলা ও পঞ্চম সংশোধনী সংক্রান্ত আপিল বিভাগের রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী অধস্তন আদালত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বাহাত্তরের সংবিধানের বিধানাবলী (১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদ) পুনস্থাপন করতে হবে।

১৩. সংবিধানের ১২৮(১) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিচার বিভাগের বাৎসরিক অডিট সম্পন্ন করার ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে

[৬] হাইকোর্টে দুর্নীতি রোধে নতুন নীতিমালা, *দৈনিক সমকাল*, ৮ জানুয়ারি ২০১০।
[৭] সুপ্রিম কোর্টে ১৫ বছরের মামলা পুরোনো বিচারাধীন মামলা ৩৮ হাজার, *প্রথম আলো*, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১০।
[৮] সুপ্রিম কোর্টে নথি সংরক্ষণে কার্যকর উদ্যোগ, *প্রথম আলো*, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১০।
[৯] সুপ্রিম কোর্টে মামলা নিবন্ধনে ই-রেজিস্ট্রারিং পদ্ধতি চালু, *প্রথম আলো*, ২ জানুয়রি ২০১১।
[১০] দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যানের উদ্ধৃতি, *প্রথম আলো*, ২৪ ডিসেম্বর ২০১০।

কার্যকর করতে হবে।

১৪. আদালতের সকল সেকশনের নথিপত্র সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া মামলার সকল নথিপত্র এবং তথ্য যাতে সঠিকভাবে কম্পিউটারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। ২০১০ সালে ফুলকোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, 'কোর্ট অব রেকর্ড' হিসেবে সুপ্রিমকোর্টের নথিপত্র সংরক্ষণ পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ করতে হবে। প্রতিটি বিচারিক আদেশে (নথিসহ) সংশ্লিষ্ট বিচারক ও শুনানিতে অংশ গ্রহণকারী আইনজীবীর নাম কম্পিউটারে মুদ্রিত হতে হবে।

১৫. আদালতে বিভিন্ন সেকশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করতে হবে এবং সকল প্রকার অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ বন্ধ করতে হবে।

১৬. ফৌজদারী বিচারকার্য প্রশাসন সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদনের (Report on Adminstration of Criminal Justice) প্রকাশ নিয়মিতভাবে পুন:প্রবর্তন করতে হবে।

১৭. প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিএ) কমিটির (অধস্তন আদালত নিয়ন্ত্রণ) সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি ও কার্যপরিধিতে পরিবর্তন আনতে হবে।

১৮. অবিলম্বে বিচারকদের বদলি, পদোন্নতি ও কর্মস্থল নির্ধারণ সংক্রান্ত লিখিত নীতিমালা প্রণয়ন ও তা অনুসরণ করতে হবে। আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার উইংয়ে আইন সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব ও রেজিস্ট্রার, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগে মেধাভিত্তিক পরীক্ষার প্রচলন করতে হবে।

১৯. ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৯৭(৩) ধারা অনুযায়ী অ-জামিনযোগ্য ধারায় অভিযুক্তকে জামিন প্রদানের কারণ যে কোনো অন্তবর্তীকালীন বিচারিক আদেশে অবশ্যই লিখিত থাকতে হবে।

তথ্য প্রকাশ

২০. আদালত প্রাঙ্গণে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে কোন আদালতে কোন মামলা চলছে, কয়টা মামলা চলছে তা জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

২১. বিচার ব্যবস্থার মানোন্নয়নে বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে আদালতভিত্তিক নাগরিক সনদ প্রণয়ন এবং এর সুস্পষ্ট প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া প্রতিটি আদালতে একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

২২. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে আদালত-ভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রকাশকারী কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে।

আইন পেশায় উৎকর্ষতা বৃদ্ধি

২৩. বিচারপ্রার্থীরা আইনজীবী, আইনজীবী সহযোগী এবং দালাল দ্বারা যাতে কোনো প্রকার হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার না হয় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বার ও আইনজীবী সমিতিকে সক্রিয় হতে হবে।

২৪. আইন শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে মান উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিশনার এবং বার কাউন্সিল আদেশ, ১৯৭২ অনুযায়ী আইনগত শিক্ষার উন্নয়ন এবং মান নিয়ন্ত্রণের জন্য এরূপ শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে বিধান প্রনয়ণ করতে হবে এবং এর কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

২৫. আইনজীবীদের পেশাগত আচরণবিধির যুগোপযোগীকরণ এবং সকল প্রকার দুর্নীতি ও অনিয়ম রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান থাকতে হবে।

বিবিধ

২৬. দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের জন্য মামলা পরিচালনার খরচ কমানো, কম খরচে ও ক্ষেত্রবিশেষে বিনামূল্যে মামলা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ে সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত আইনী সহায়তা ব্যবস্থার পর্যাপ্ত ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

২৭. বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতির মাধ্যমে আদালতের বাইরে বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও অধিকতর কার্যকর প্রয়োগ করতে হবে।

২৮. বিচারপ্রার্থীদের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতামূলক আচরণ নিশ্চিত করতে হবে এবং ব্যয়সহ মামলা সম্পর্কিত সকল প্রকাশযোগ্য বিষয় বিচারপ্রার্থীকে অবগত করতে হবে।

২৯. বিচার ব্যবস্থা সংক্রান্ত গবেষণা, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রকাশসহ সাধারণ মানুষকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের জন্য গণমাধ্যমসহ সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক ও চাহিদা সৃষ্টিকারী কর্মসূচি পরিচালনা করতে হবে এবং তার জন্য সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

১ ফেব্রুয়ারী ২০১১

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই, বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৯৮৬২০৪১, ৮৮২৬০৩৬, ৯৮৮৭৮৮৪ ফ্যাক্স: ৯৮৮৪৮১১
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www. ti-bangladesh.org